সংবাদ

তারিখ: 14 JUL 2013
পৃষ্ঠা: ২৪

১৭৭ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে কল্যাণ সুবিধা প্রদান

শিক্ষা খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, গত সাড়ে চার বছরে শিক্ষা খাতে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ও অবসর ভাতা প্রাপ্তির ভোগান্তি কমিয়েছি। একে আরও সহজ ও সাবলীল করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত অবসরপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে কল্যাণ সুবিধার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৭৭ জন অবসরপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীর মধ্যে ৩ কোটি ৭৭ লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয়। বিশেষ বিবেচনায় মুক্তিযোদ্ধা, হজযাত্রী, অসুস্থ, ক্যান্সারগ্রস্ত ও প্রয়াত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেক পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা সচিব ও কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ এএ আউয়াল সিদ্দিকী, কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ দীপক কুমার নাগ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ আসাদুল হক, অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, এখন আর শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর-কল্যাণ ভাতার চেকের জন্য ঘুষ দিতে হয় না, বারে বারে ঘুরতে হয় না। অনেক অসুস্থ ও ক্যান্সারগ্রস্ত শিক্ষকের চেক এখন মন্ত্রী-সচিবেরা তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমাদের মা-বোনদের সম্পর্কে আল্লামা নামধারী হেফাজতে ইসলামী নেতৃত্বের অশালীন ও আপত্তিকর বক্তব্যে সারা জাতি আজ বিক্ষুব্ধ। এসব আপত্তিকর বক্তব্য পুরো নারী জাতিকে অপমান করার পাশাপাশি পুরুষ সমাজকেও হেয় করেছে। এরা আমাদের মা-বোনদের আবার চার দেয়ালে আবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে চায়।

তারা সমাজকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিতে চায়। এদের বিরুদ্ধে একসাথে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষক সমাজকে সোচ্চার হতে হবে। তিনি সব বয়সের মানুষকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে আবার ক্ষমতায় আনতে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গত, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানে বর্তমান সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত ১১ বছরে কল্যাণ ট্রাস্টে ২৭৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল। অথচ এই সরকারের আমলে গত সাড়ে চার বছরে ৪২ হাজার ৪৭৩ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা বাবদ ৫৭৭ কোটি ২৫ লাখ ২ হাজার ৮০৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা একটি অনন্য নজির। এছাড়া কল্যাণ ট্রাস্টে অনলাইন সেবা চালু করা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।